

অপ্রিয় রসিকতা

আমি কখনও হলে থেকে পড়াশুনা করিনি। তবে পরীক্ষার সময়গুলোতে পড়াশুনার জন্য মাঝে মাঝে শেরেবাংলা হলে গিয়ে উঠতাম বন্ধুদের সাথে fight (পড়াশুনা) দেবার জন্য। সারাবছরের যতো না-পড়ার শাস্তি, তখন সবাই হারে হারে উপলব্ধি করতাম! দিনমান লাগামহীন পড়াশুনা যখন বিরক্তিকর হয়ে উঠতো, তখন মাঝে মাঝে আমাদের Jokes শোনাতে আসতো পাশের রুমের এক বন্ধু - ইদানীং সে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করছে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে jokes যতোটা আনন্দদায়ক হবার কথা ছিল, আমাদের ক্ষেত্রে সেটা কখনোই তেমন একটা হয়ে উঠতো না! এর কারণ, বন্ধুটির রসবোধের নিদারুণ দৈন্য। এমন সব jokes বলে ও হেসে লুটোপুটি খেত, যেগুলো হয় আমরা বুঝতাম না, কিংবা বুঝলেও ঠিক কোন জায়গাটাতে জোরে হেসে উঠতে হবে সেটা ঠাহর করতে পারতাম না!

আমাদের মাঝে কেউ কেউ ছিল যাদের পরীক্ষাভীতি ছিল মাত্রাতিরিক্ত; ওর jokes শুনে ওদের মুখের ভাবের কোন পরিবর্তনই হতো না। ওরা চাইতোই না যে, ছেলেটি এসে এভাবে বিনা নোটিশে jokes এর আক্রমণ চালাক। পক্ষান্তরে ঐ ছেলেটি ছিল, “সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি”-টাইপের একটি ছেলে; এর পড়াশুনা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। ফলে আমরা যখন ভেক্টর মেকানিক্স নিয়ে চোখার পর চোখা (পরীক্ষায় কম পড়ে পাশের বিশেষ সহায়ক যন্ত্র) চষে ফেলছি, তখন ঐ ছেলে দেখতাম, 1000 jokes এর বই বুকের ওপর রেখে গুন গুন করে সূর ভাঁজছে! ঐ বইতে কিছু একটা ইন্টারেস্টিং পেলেই (ওর রুচিমারফিক) ও ছুটে আসতো আমাদের সাথে সেটা শেয়ার করতে। আর আমরা ঢোক গিলতাম।

ওর jokes গুলোর মতোন এমন কিছু jokes আছে, যেগুলো পড়ে আসলেই কখনোও হাসি পায় না। আবার কিছু jokes আছে, যেগুলো পড়ে হাসা যায় না! তেমন একটি আমি আজকে শোনাতে চাই। এটা পুরোন একটা joke, কিন্তু অনেকেই নাও পড়ে থাকতে পারেন, তাইই বলা যেতে পারে।

New york এর central park এ একটা বাচ্চা মেয়েকে হঠাত্ কুকুড় আক্রমণ করে বসলো। সবার আগে সেটা গোচরীভূত হলো এক বাংলাদেশী যুবকের। সে ছুটে গেল সাহায্যের জন্য, বাঁচালো মেয়েটিকে। কর্তব্যরত পুলিশ যখন অকুস্থলে পৌঁছাল, তখন মেয়েটি নিরাপদ। পুলিশ ধন্যবাদ দিয়ে যুবকের পরিচয় জানতে চাইল; আরো বললেন, “আগামীকালের পত্রিকায় তুমি তোমার বিরত্বের কথা পড়বে”, সাথে যোগ করলেন পত্রিকার সম্ভাব্য হেডলাইন: “বিদেশী যুবকের বিরত্ব এক বালিকার জীবন রক্ষা!!”

যুবক এবার জানালো তার পরিচয়: বললো তার দেশের নাম বাংলাদেশ। পরিচয় শুনে পুলিশ বললো, তাহলে পত্রিকার হেডলাইনে কিস্তি পরিবর্তন হবে: মুসলীম চরমপন্থীর হাতে অসহায় কুকুরের মর্মান্তিক মৃত্যু!!

.... এটা এমনই একটা joke-যেটা পড়ে হাসা যায় না!

যশোরের উদীচী, রমনা বটমূল, ২১ শে আগষ্ট এর স্মৃতি এখনও শুকিয়ে যায় নি, তার ওপর ১৭ই আগষ্টে দেশব্যাপি বোমাবাজির যে তান্ডব আমাদের দেখতে হলো, তাতে অদূর ভবিষ্যতে যদি বিদেশীরা আমাদের জন্য একটি খাঁচার প্রস্তাব করে, তাহলে অবাক হবার কিছুই থাকবে না! হিংস্র প্রানীদের জন্য এরচে’ নিরাপদ ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?!

গোটা বিশ্বজুড়েই চলছে এই বোমা বোমা খেলা - ইরাকে, লন্ডনে কিছু লোক অন্যায়ে প্রতিবাদের জন্য ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছে এই খেলাটিকে (আমাদের দেশে যারা করছে, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই!)। এতে করে তারা কাদের ক্ষতি করছে সেটা একবারও ভাবছে না। কাদের প্রতি তারা বিদ্বেষের বাণী ছড়াচ্ছে, সেটাও হিসেব করছে না! রাজনৈতিক নেতারা কখনও মানুষের কথা ভাবেন না; তারা ভাবেন তাদের নিজেদের কথা। সুতরাং, মানুষ মেরে তাদের কাছে কোনও বাণী পৌছানো সম্ভব না। বরং এরফলে সাধারণ মানুষের মাঝে তৈরি হচ্ছে ব্যপক জনমত, যা তাদের এই বোমা বোমা খেলাকে একদিন সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য যথেষ্ট।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, কিছু লোক আছেন যারা এইসব বোমা হামলায় মনে মনে একটা উজ্জীবন অনুভব করেন! এদের বিবেকের কাছে আমি মাইক ধরে রেখেছি - এদের কোনও প্রিয়মুখ এমন কোন হামলায় যদি প্রাণ হারায়, তাহলেও কি তারা এভাবেই খুশী হবেন, এটা জানতে!!

যেটা বলছিলাম, জনমত - ওটা হচ্ছে একমাত্র শক্তি যা দিয়ে এমন বা এর চে বড় বড় শক্তির মোকাবেলা করা যেতে পারে; আর এই জনমত আসবে এইসব লোকদের প্রতি আমাদের অন্তর-নিংড়ানো ঘৃণা থেকে। ঘৃণার একটা ক্ষমতা আছে, এটা প্রমাণিত সত্য। ঘৃণা দিয়ে আমরা মুখের ভাষা পেয়েছি, একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি, এটা সেই ক্ষমতা - যা ছিল বলেই জাপানীদের প্রযুক্তির কাছে আজ আমেরিকা মাথা নত করে আছে!

আমার এখনও মনে আছে, ১৯৯২ সালে পাকিস্তান যখন ক্রিকেটের বিশ্বকাপ জয় করলো, তখন রাতের দিকে ঢাকার রাস্তায় মিছিল বের হয়: “পাকিস্তান জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!”

..... আমার এখনও মনে পড়ে, সে রাতটা ছিল ২৫ শে মার্চের রাত! এতোটা আত্মভোলা আমরা কিভাবে হলাম?! কখনও জিঞ্জেস করেছেন নিজেকে?

আমি সবাইকে ইতিহাস নিয়ে পরে থাকতে বলি না, সেটা হবে একধাপ পিছিয়ে যাওয়া। ভিয়েতনাম, জাপান - এদের অতীত আমাদের চেয়ে অনেক বেশী কলঙ্কের, কষ্টের; কিন্তু তারা সেটা ঠেলে বেড়িয়ে আসতে আগ্রহ চেষ্টা করছে। আমাদেরও এখন আগাবার সময়। কিন্তু আমাদের কিছু অমার্জনীয়

উদাসীনতা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আগানোও সম্ভব নয়। আজকে আমাদের দেশে চরমপন্থী কিছু গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে আমাদের এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়েই।

যে বন্ধুটি আমাদের jokes শুনিয়ে বিরক্ত করতো, একবার দেখলাম RAG এর অনুষ্ঠানে ঐ বন্ধুটিই স্টেজে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে মাইক্রোফোন - jokes বলবে! আমরা তো রীতিমতো অবাক, এতো লোক থাকতে ও কেন!? এরপর যখন ও জোকস বলা শুরু করলো, গ্যালারীভরা দর্শক মুগ্ধ হয়ে রইলো ওর জোকসের আমেজে! অবাক হলাম আমিও, ওর রসবোধ নিয়ে লেখার শুরুতে যে মন্তব্য আমি করেছি, সেটা আসলে ভুল। রসবোধ তার ঠিকই ছিল, কিন্তু কি এক অজানা কারণে আমাদের সে এই মজার মজার জোকসগুলো কখনো শোনায় নাই!

অনেক কিছুই ব্যাঙ্কাটা আর শেষ পর্যন্ত শোনা হয় না। তবে এটার একটা ব্যাঙ্কা এমন হতে পারে যে, সময় ও পরিস্থিতির জন্য ও অপেক্ষা করছিল। লোক হাসানোর ক্ষমতায় আসলে কোন ঘটতি ওর হয়তো কোনওদিনই ছিল না। আমি বলি কি, আমাদেরও আছে এমন কিছু সুপার পাওয়ার --- সময় আর পরিস্থিতির মাত্র অপেক্ষা! সময়মতেন জ্বলে উঠবো আমরাও, তখন সেই আগুনের আঁচে টিকবে না কেউই! সেদিনের কোনও পত্রিকার সম্ভাব্য হেডলাইনটা কল্পনা করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না: “সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়! জ্বলে পুড়ে মরে ছাড়খার তবু মাথা নোয়াবার নয়!!”